দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 2012
পৃষ্ঠা

রাজধানীর বাইরে ৮৭ সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট

□ নিপা চৌধুরী

দেশের মফস্বল এলাকায় ৮৭টি সরকারি কলেজে শিক্ষক সঙ্কট চলছে। এতে করে কলেজগুলোতে বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে কলেজ কর্তৃপক্ষরা এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে অন্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের রিডিং পড়াচ্ছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর বিশদ ব্যাখা পাচ্ছে না বলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্রে জানা গেছে। সূত্র আরো জানায়, মফস্বল এলাকায় ৮৭টি সরকারি কলেজে ১৭৬টি বিভাগে শিক্ষকশূন্য রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি কলেজে বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়েও ন্যূনতম একজন শিক্ষক নেই। ৮৭টি কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা নিরসনে গত ২৮ জানুয়ারি মাউশির কর্মকর্তারা একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে বলেও মাউশি জানায়।

বর্তমানে দেশে ২৫৩টি সরকারি কলেজসহ প্রায় ৩০০ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান আছে

পৃঃ ৫ কঃ ৪

রাজধানীর বাইরে ৮৭ সরকারি

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করে মাউশি আরো জানায়, ন্যূনতম শিক্ষক পদায়নের জন্য ৮৭টি কলেজে অধ্যক্ষ চাহিদাপত্র মাউশিতে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠালেও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো সুব্যবস্থা করেনি।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলা সদরে অবস্থিত শৈলকুপা সরকারি কলেজের বাংলা ও গণিত বিভাগে গত সাড়ে তিন বছর ধরে কোন শিক্ষক নেই। এছাড়া উদ্ভিদবিদ্যা, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলাম শিক্ষা, দর্শন বিভাগও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকশূন্য। কলেজটির একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যন্ত বর্তমানে ৬৫০ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।

এ প্রসঙ্গে শৈলকুপা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু হেনা মো. গোলাম রসুল জানান, ৬৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে কলেজে মাত্র ৯ জন শিক্ষক। এতে করে তাদের কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক স্বল্পতার জন্য এলাকার শিক্ষার্থীরা এই কলেজে ভর্তি হচ্ছে না বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি মাসেই মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাহিদাপত্র দিয়েছি।

আরো জানা গেছে, রাজধানীর ৯টি এবং বিভাগীয় শহরের বিশেষ করে বরিশাল বিএম কলেজ, ফরিদপুরের রাজেন্দ্র সরকারি কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ ও একই জেলার নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, বগুড়ার কারমাইকেল কলেজ, পাবনার অ্যাডওয়ার্ড কলেজ, বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ, সিলেটের এমসি কলেজ এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এসব কলেজের বিভিন্ন বিভাগে অসংখ্য শিক্ষক এটাচমেন্ট (সংযুক্তি) ও ইনসিটু হিসেবে আছেন। রি-অ্যারেঞ্জ বা পুনর্বন্টনের মাধ্যমে নামিদামি কলেজে এটাচমেন্ট ও ইনসিটু থাকা শিক্ষকদের মাঠপর্যায়ে বদলি করা হলে শিক্ষক সঙ্কট নিরসন হবে বলেও সূত্র জানায়।

অন্যদিকে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া সরকারি কলেজ, বরগুনা মহিলা কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারি কলেজ, ফেনীর সোনাগাজী সরকারি কলেজ ও ছাগলনাইয়া কলেজ, ফুলবাড়িয়া সরকারি কলেজ ও বাঘড়াছড়ি সরকারি কলেজে চরম শিক্ষক স্বল্পতা আছে।

৮৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা সম্পর্কে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ জানান, বর্তমানে সরকারি কলেজে সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। বিশেষ বিসিএস ছাড়া এসব পদ পূরণ করা সম্ভব নয়। কোন কলেজেই শিক্ষক স্বল্পতা চরম আকার ধারণ করেনি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মফস্বল শহর থেকে দূরের এলাকার শিক্ষকরা সবসময় শহরের আসতে চায় ও বাড়তি আয়ের জন্য প্রাইভেট পড়াতে চায়। ফলে সুবিধাবঞ্চিত ও অপেক্ষাকৃত কম সুবিধা থাকা এলাকার কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা দেখা যায়। প্রফেসর নোমান উর রশিদ বলেন, যেসব কলেজের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক নেই সেসব বিভাগে শিক্ষক পদায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রি-অ্যারেঞ্জ বা পুনর্বন্টনের মাধ্যমে নামিদামি কলেজে এটাচমেন্ট ও ইনসিটু থাকা শিক্ষকদের মাঠপর্যায়ে বদলি করা হবে বলেও জানান তিনি।